Government of West Bengal
Department of Panchayats & Rural Development
Joint Administrative Building (6th to 10th Floors), HC-7, Sector-III
Bidhannagar, Kolkata-700106

স্মারক সংখ্যা :১১/আই.এস.জি.পি.পি/গ্রান্ট-৬/২০১৯ **তারিখ :** ০৭-০১-২০২৫

প্রেরক : ড: পি. উলাগানাথন, আই.এ.এস.
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর

প্রাপক : জেলা শাসক, সকল জেলা, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় : গ্রাম পঞ্চায়েতের করণীয় কাজের এস ও পি (SOP)

মহাশয়া/মহাশয়,

সম্প্রতি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তরের আই.এস.জি.পি. পি.(ISGPP) এর রাজ্য স্তরের আধিকারিকগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে চলা বিভিন্ন কাজ কর্মের অগ্রগতি ও মূল্যায়ন খতিয়ে দেখতে সমগ্র রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেছিলেন। পরিদর্শনের সময় কিছু কিছু বিষয় নজরে এসেছে যা থেকে মনে হয় পঞ্চায়েতের কাজ সঠিকভাবে হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি থাকছে। এর জন্য করণীয় বিষয়গুলি বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

পরিদর্শনের সময় নথিপত্র যাচাই ও পর্যালোচনা করতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে বিষয়ে ঘাটতি /অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন তার বিবরণ তথা গ্রাম পঞ্চায়েতের করণীয় বিষয়গুলিও নিম্নে দেওয়া হলো।

I. বিজ্ঞপ্তি (Tender) বিষয়ক

১. বিজ্ঞপ্তি /বিজ্ঞাপন (Notification /Advertisement)

পরিদর্শনের সময় প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাই ও পর্যালোচনা করতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কিছু আদেশনামার সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়ে ঘাটতি /অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে। যেহেতু বর্তমানে ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের GO No.3103-F(Y) dated 27th July, 2022 অনুযায়ী ১ লক্ষ টাকা বা তদুর্দ্ধে কাজের জন্য e-tender বাধ্যতামূলক, তাই এই e-tender করার সময় যে বিষয় গুলির উপর বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে তা সংক্ষেপে পর পর আলোচনা করা হল।

- ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের GO No. 5400-F(Y) dated 25th June 2012 অনুযায়ী ১ লক্ষ টাকার কম কাজের জন্য টেন্ডার নোটিস গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিস বোর্ড, BDO অফিস, বাজার, তথ্যমিত্র কেন্দ্র, পোস্ট অফিস বা অন্যান্য জনবহুল প্রকাশ্য জায়গায় লাগাতে হবে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়েবসাইট থাকলে সেখানেও দিতে হবে।

- ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার কাজের জন্য উপরিউক্ত জায়গাগুলির সাথে বিজ্ঞাপন (সংক্ষিপ্ত আকারে) একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশ করতে হবে।
- ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজের জন্য উপরিউক্ত জায়গাগুলির সাথে বিজ্ঞাপন (সংক্ষিপ্ত আকারে) একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশ করতে হবে।
- ১০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে কাজের জন্য উপরিউক্ত জায়গাগুলির সাথে বিজ্ঞাপন (সংক্ষিপ্ত আকারে) বাংলা,ইংরেজি ও হিন্দি দৈনিকে প্রকাশ করতে হবে।

২. ন্যূনতম সময়সীমা (Minimum period)

১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ন্যূনতম ৭ দিন, ১০ লক্ষ টাকার বেশি থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ন্যূনতম ১৪ দিন এবং ১ কোটি টাকার বেশি কাজের জন্য ন্যূনতম ২১ দিনের নোটিস বা বিজ্ঞাপন দিতে হবে।

৩. নোটিস ইনভাইটিং টেন্ডার (NIT) তৈরী করার সময় যে জিনিসগুলি অবশ্যই রাখতে হবে

ক. কাজের নাম ও বিবরণ

খ. কাজের সময়সীমা (এটা এটা কাজ অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত হতে হবে)

গ. আনুমানিক খরচ

ঘ. টেন্ডার ফি এবং বিড সিকিউরিটি (অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত wbtender এ নিজেদের bank account লিঙ্ক করে নিয়েছে, যারা করেনি তাদের কাছে অনুরোধ করা যাতে তারা এই কাজটি করেনেন)

ঙ. আবেদন কারীর যোগ্যতা - সাম্প্রতিক ট্রেড লাইসেন্স, PAN, GST, একই ধরনের পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতা (কাজের সংখ্যা, কাজের বছর ও টাকা), বাৎসরিক আয় ব্যায় এর হিসাব), ইত্যাদি

চ. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও অবশ্যই সময়

ছ. দরপত্র বিবেচনার পদ্ধতি (example: evaluation will be done all the items together / separately)

জ. যোগ্যতম আবেদনকারী নির্বাচন পদ্ধতি (method of selection)

ঝ. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (যদি আরো কিছু থাকে)

৪. টু এনভেলপ বিডিং

এই ক্ষেত্রে নিধারিত দিনে ও সময়ে টেকনিকাল বিড খুলতে হবে এবং পরবর্তীকালে NIT তে উল্লেখিত বিভিন্ন কাগজপত্র ঠিক মত দিয়েছে কিনা তা দেখে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরী করে সবাইকে দিয়ে সাক্ষর করিয়ে তা টেকনিকাল বিড evaluation হিসাবে আপলোড করতে হবে,যে সমস্ত দরপত্র প্রদানকারী ঠিকমত কাগজ পত্র জমা দেয়নি বা নিধারিত মাত্রা পাস করতে পারেনি শুধুমাত্র তাদের বাতিল করে দিতে হবে এবং তখন ফিনান্সিয়াল বিড ওপেন করার দিন ও সময় জানিয়ে দিতে হবে।

৫. ফিনান্সিয়াল বিড ওপেন

এই পর্যায়ে প্রতিটি ফিন্যান্সিয়াল বিড ভালো করে দেখে নিয়ে comparative statement তৈরী করে ফিন্যান্সিয়াল evaluation হিসাবে সবাইকে দিয়ে সাক্ষর করিয়ে আপলোড করতে হবে।

৬. অ্যাওয়ার্ড অফ কন্ট্রাক্ট (AOC)

এর পরে **L1 bidder** কে অ্যাওয়ার্ড অফ কন্ট্রাক্ট তৈরী করে তা আপলোড করলে পুরো ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ হবে।

৭. Digital Signature Certificate (DSC)

এই পরিদর্শনের সময় কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতর Digital Signature Certificate (DSC) [যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস] গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে থাকছে না, পরিবর্তে কোন তৃতীয় পক্ষের কাছে থাকছে যা নিয়ম বহির্ভূত। এটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে থাকাই বাধ্যতামূলক।

৮. Extension of Contract

অধিকাংশ সময় দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কারণ বশত কাজ নির্ধারিত সময়ের থেকে পরে শেষ হচ্ছে, কিন্তু ঠিকাদারের কাছ থেকে সময় বাড়ানোর জন্য কোন আবেদন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না।সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে বিষয়টি দেখার জন্য।

II. পরিকল্পনা রূপায়ণ বিষয়ক

(ক) মূল পরিকল্পনা থেকে পরিপূরক পরিকল্পনার রূপায়ণ করার প্রবণতা বেশী দেখে যাচ্ছে। পরিপূরক পরিকল্পনাগুলিও যে প্রয়োজনীয়তাকে নিশ্চিত করছে সেইরূপ দেখা যাচ্ছে না।

মূল পরিকল্পনা আরো প্রয়োজন ভিত্তিক হওয়া দরকার যাতে পরিপূরক পরিকল্পনার দরকার কম হয়। পরিপূরক পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় সেই কাজ কতটা প্রয়োজন সেটা ও নিশ্চিত করা দরকার।

(খ) ছোটো ছোটো কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, আবার একটি কাজকে ভেঙ্গে একাধিক ছোটো ছোটো কাজ করা হচ্ছে। পরিকল্পনা নেওয়ার সময় সঠিক উন্নয়নের বিষয়টির উপর নজর দেওয়া প্রয়োজন।

বড় ও টেকসই কাজের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করতে হবে যাতে আর্থ ও সামাজিক উপকার উপলব্ধ সুনিশ্চিত হয়।

(গ) অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিকানাধীন জমি ছাড়াই অন্য জমিতে প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে।

জমির জন্য উপযুক্ত অনুমতি সংক্রান্ত নথি সাপেক্ষে প্রকল্প রূপায়ণ করতে হবে।

(ঘ) প্রকিউরমেন্ট ফাইলে অনেক নথি ঠিকমতো রাখা হচ্ছে না বা থাকলেও সেটি সঠিকভাবে থাকছে না। বিশেষতঃ ই-প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত নথি রাখার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

প্রকিউরমেন্ট ফাইলে নির্ধারিত সকল নথিগুলো সঠিকভাবে রাখতে হবে।

(ঙ) পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় উপকরণের এবং সৃষ্ট সম্পদের গুণগত মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকছে।

পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় উপকরণের এবং সৃষ্ট সম্পদের গুণগত মান পরীক্ষা সঠিকভাবে করতে হবে ও সংশ্লিষ্ট নথি রাখতে হবে।

(চ) প্রকল্প রূপায়ণের পরে, ২ লক্ষ বা তার বেশী অর্থের, যৌথ পরীক্ষা /তদারকির ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

<u>সকল স্কীম বা প্রকল্প (৩.৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশী অর্থের) রূপায়ণে ক্ষেত্রে , স্কীম বা প্রকল্পের জন্য চূড়ান্ত অর্থ প্রদানের পূর্বে, এই দপ্তরের নির্দেশনামা অনুসারে যৌথ তদারকি প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে এবং সেই প্রতিবেদনেই কপি বিডিও এবং পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দিতে হবে</u> ।

(ছ) ট্যাক্স ইনভয়েস (বিল) এর ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।
সঠিকভাবে ট্যাক্স ইনভয়েস জমা হওয়ার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

(জ) প্রকল্প রূপায়ণের পরবর্ত্তীকালে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যবস্থা এস্টিমেট/এগ্রিমেন্টে দেখা যাচ্ছে না বা পৃথক রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ এম সি করা হচ্ছে না।
প্রকল্প রূপায়ণের পরবর্ত্তীকালে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ নজর রাখতে হবে।

ঝ) মনে রাখতে হবে প্রত্যেক স্কীমের যথাযথ সময়মতো রূপায়ণ প্রজন যার মাধ্যমে এলাকার সুস্থায়ী উন্নয়ন করা সম্ভব।

III. পরিকাঠামোর গুনগত মান বজায় রাখার বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের করণীয়

সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই ও উন্নতগুণমান সম্পন্ন পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রীর গুনগত মান পরীক্ষা এবং রূপায়িত পরিকাঠামোর গুণগত মান যাচাই - এই দুটি বিষয়কে সুনিশ্চিত করা আবশ্যক। এই কাজটি সেভাবে না হওয়ার দরুন বিভিন্ন ধরণের ঘাঁটতি বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কংক্রিটের রাস্তার ক্ষেত্রে রাস্তা তৈরির অল্পদিনের মধ্যেই তা ক্ষয় পেতে শুরু হওয়া , ফাটল ধরা, বিল্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে ফাটল ধরা, রাস্তা বা কংক্রিটের ড্রেনের ক্ষেত্রে দুপাশে ভাঙ্গন ধরা ইত্যাদি। এছাড়া পানীয়জল সম্পর্কিত পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সঠিক জল পরীক্ষার অভাবে জলের গুণগত মান যাচাই না করেই পরিকাঠামো বা প্রকল্পটি রূপায়ণ করা হচ্ছে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষনের কোনো নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা না থাকার জন্যেও বেশ কিছু পরিকাঠামো অকেজো হয়ে পড়ছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান যাচাই প্রক্রিয়াটি গ্রাম পঞ্চায়েত তিনটি পর্যায়ে করবে -

ক) কাজ শুরুর পূর্বে নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত কাঁচামালের গুণগত মান পরীক্ষা
খ) কাজ চলাকালীন নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান পরীক্ষা
গ) কাজ রূপায়িত হওয়ার পর নির্মিত পরিকাঠামোর গুণগত মান যাচাই

কাজ শুরুর পূর্বে নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত কাঁচামালের গুণগত মান পরীক্ষা	কাজ চলাকালীন নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান পরীক্ষা	কাজ রূপায়িত হওয়ার পর নির্মিত পরিকাঠামোর গুণগত মান যাচাই
1) Cement: a) Setting Time of Cement Test - Vicat's Apparatus b) Consistency of Cement- Vicat's Apparatus c) Fineness Test- Sieve Analysis d) Soundness Test- Le-Chatelier's apparatus	**1) Fresh Concrete Test (during Casting of concrete)** a) Slump Test b) Compaction Factor Test c) Vee Bee Test	**Non-Destructive Test (NDT):** a) Rebound hammer test b) Laser Testing c) Ultrasonic testing
2) Sand: a) Sieve analysis Test b) Bulking of Sand Test c) Fineness Modulus Test d) Moisture Content Test	**2) Hardened Concrete test** a) Compressive strength test - Cube Test in CTM b) Permeability Test c) Core Test d) Split Tensile strength of concrete- Compression Testing Machine	Measurement Tape (Steel Tape) /Rodometer Use to validate the length of road.
3) Stone Chips: a) Sieve analysis Test b) Aggregate Impact Value Test		

কাজ শুরুর পূর্বে নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত কাঁচামালের গুণগত মান পরীক্ষা	কাজ চলাকালীন নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান পরীক্ষা	কাজ রূপায়িত হওয়ার পর নির্মিত পরিকাঠামোর গুণগত মান যাচাই
c) Aggregate abrasion, Loss angles & Crushing Value Test d) Flakiness index Test & Elongation Index Test		
4) Bricks: a) Water Absorption Test b) Compressive Strength Test c) Effloresecence Test		
5) Steel a) Tensile Strength Test b) Yield Stress test c) Elongation Test		
6) Bituminous a) Viscosity Test b) Specific Gravity Test		
7) Soil: a) CBR Test b) Liquid limit & Plastic limit Test c) Proctor Density Test		
8) Water: a) PH Test b) TDS Test c) Total Hardness Test d) Turbidity Test		

বি: দ্রঃ : উপরোক্ত সারণিতে সম্ভাব্য বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হলো। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক অবশ্যই টেস্টিং ল্যাবরেটরি তে এরকম যেকোনো পরীক্ষা তিনটি পর্যায়ে করবেন।

অবশ্যকরণীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়:

১) পঞ্চায়েত দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত কে যে ছয়টি নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষা বিষয়ক যন্ত্র কিনতে বলা হয়েছে সেগুলি প্রতিষ্ঠানে কার্যকরী থাকা আবশ্যক।

২) গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক পরিকাঠামো সংক্রান্ত কাজগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে উক্ত সামগ্রী গুলি অবশ্যই ব্যবহার করবেন।

৩) আই এস জি পি শাখার অধিকারিকগণ গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিদর্শনকালে কাজের গুণগত মান পুনঃ যাচাই এর ক্ষেত্রে এই সামগ্রী ব্যবহার করবেন।

৪) যে পরীক্ষাগুলো পরীক্ষাগারে করা প্রয়োজন তা নিকটবর্তী পরীক্ষাগার থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতকেই করতে হবে।

৫) ঠিকাদার দ্বারা করানো কোনো পরীক্ষা বৈধ হিসেবে গণ্য হবে না।

৬) পরীক্ষা করার পর পরীক্ষার প্রতিবেদনটি উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সংশোধিত হতে হবে।

৭) পরীক্ষাগারটি ISO Certified হওয়া বাঞ্ছনীয়

৮) পরীক্ষালব্ধ মান ও আদর্শ গুণগত মানে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে গ্রাম পঞ্চায়েত তৎক্ষণাৎ যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

৯) গুণগত মান সম্পর্কিত সমস্ত নথি সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর জন্য নির্দিষ্ট করা ফাইলে রাখতে হবে।

১০) খেয়াল রাখতে হবে যে নির্মিত পরিকাঠামোগত কাজগুলি যেন সঠিক মানের ও সুস্থায়ী হয় ।

১১) গুণগত মান যাচাই করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক স্তরে তৈরী হওয়া পরীক্ষাগার গুলি বা অন্যান্য যেকোনো সরকারি পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করানো বাঞ্ছনীয়

IV. গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ বিষয়ক করণীয়

(ক) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩- এর ৪৬ ধারা অনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে ভূমি ও গৃহ উপর কর আদায়ের জন্য প্রতি বছর ৫ এর (ক) অনুসারে নির্ধার তালিকা প্রস্তুত ও লিপিবদ্ধ (অনলাইন) করতে হবে।

(খ) রেজিস্টার অনুসারে চলতি ও বকেয়া বাবদ মোট কর চাহিদার কমপক্ষে ৯০ শতাংশ কর প্রতি আর্থিক বর্ষে সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে কর আদায়ের হার ৫২ শতাংশ মাত্র। বকেয়া কর আদায়ের জন্য আইন মোতাবেক নোটিস প্রেরণ ও আদায়ের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে ক্যাম্প মোডে কর আদায়ের বন্দ্যোবস্ত করতে হবে।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ধারায় অ-কর আদায় করার জন্য পঞ্চায়েতে উপবিধি তৈরি ও অনুমোদন করে প্রতি বছর নির্ধার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে । সকাল অ-কর এর উৎসগুলি থেকে যেমন – টোল (উপশুল্ক -রাস্তা, সেতু, ফেরি, খেয়া পারাপার ইত্যাদি), রেট (অভিকর) -রাস্তায় আলো সরবরাহ করার রেট, ব্যাক্তিগত শৌচাগার সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার ইত্যাদি এবং ফি (মাশুল)- বাড়ি তৈরির অনুমতি ফি, গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিতে বা ব্যক্তি মালিকানার জমিতে মোবাইল টাওয়ার স্থাপন বাবদ বার্ষিক লাইসেন্স ফি বা এককালীন ফি বাবদ আয়, হোর্ডিং / বিজ্ঞাপন বাবদ ফি ইত্যাদি আয় বৃদ্ধিতে জোর দিতে হবে।

(ঘ) এছাড়াও বিভিন্ন আয়বর্ধক সম্পত্তি বাসস্ট্যাণ্ড, পার্কিং স্পেস, অডিটোরিয়াম, টুরিস্ট স্পট, পুকুর লীজদান থেকেও অ-কর বাবদ আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(ঙ) কর ও অ-কার বাবদ মোট আয়ের কমপক্ষে ৫০ শতাংশ অর্থ স্কীম রূপায়ণে /উন্নয়নে সদ্ব্যবহার করতে হবে। সংগৃহীত নিজস্ব আয়ের থেকে যে সকল কাজ স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের জন্য করা হবে সেই বিষয়ে গ্রাম সভায় ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে জানাতে হবে।

(চ) প্রতি বছর পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয় আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

(ছ) গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি কর, অ-কর সংগ্রহের তত্ত্বাবধান ও তদারকির দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসারে ।

জ) কর আদায়ের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ আইনি ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যার মাধ্যমে পঞ্চায়েত তার এলাকার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে সদর্থকমূলক উপকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। এর জন্য নিয়মিত প্রশাসনিক তদারকিও প্রয়োজন আছে।

(সচিব)
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা :১১/১(৭৩)/আই.এস.জি.পি.পি/গ্রান্ট-৬/২০১৯ **তারিখ :** ০৭-০১-২০২৫

অবগতি ও প্রয়োজনীয় তদারকির জন্য অনুলিপি প্রেরণ :

১) অতিরিক্ত জেলা শাসক, সকল জেলা , পশ্চিমবঙ্গ

২) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন আধিকারিক, সকল জেলা , পশ্চিমবঙ্গ - সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে প্রতিলিপি প্রেরণের অনুরোধ সহ

৩) জেলা সঞ্চালক, আই.এস.জি.পি.পি, সকল জেলা , পশ্চিমবঙ্গ

৭/১/২৫

(বিশেষ সচিব)
পশ্চিমবঙ্গ সরকার